# ইসলাম
## ভালো কিছু করি

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আমহার

**গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ বা মতামত জানাতে পারি : 01552-738562**

**গণশিক্ষা কার্যক্রম-১**

**ইসলাম : ভালো কিছু করি** (প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা)

**মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ**

**প্রকাশক :** মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আযহারী

**প্রকাশকাল :** রজব ১৪৪৬ হি./ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

**স্বত্ব :** লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

**প্রকাশনায় :** মাকতাবাতুল আযহার

**গণশিক্ষা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় : মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম**

**অনলাইন পরিবেশনায় :** ওয়াফিলাইফ.কম, রকমারি.কম

**ফোন :** 01924076365

**মূল্য : ১০০/- টাকা মাত্র**

## *বিনীত অনুরোধ*

*বইটা নিজে পড়ব, অন্যকে পড়তে দিব। অন্তত একবার হলেও বইটা আগাগোড়া পড়ব। বইটা নিয়মিত পড়ব। বইটা বারবার পড়ব। বইটা বোঝার চেষ্টা করব। নিজে আমল করব। অন্যকে আমলে উদ্বুদ্ধ করব।*

*ইনশাআল্লাহ*
*ওয়াফফাকানাল্লাহ*
*জাযাকুমুল্লাহু খইরন*

# অর্পণ

দেশের অগণিত মেয়েশিশুকে।
দেশের অগণিত ছেলেশিশুকে।
দেশের অগণিত কিশোরকে।
দেশের অগণিত কিশোরীকে।
আল্লাহ তাআলা সবার জীবনকে
সুস্থ, সুন্দর, বর্ণিল, নিরাপদ,
আনন্দময় করে দিন। আল্লাহ
তাআলা সবার ইহকাল ও পরকাল
সুন্দর করে দিন। আমিন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

# তিনটি আমল

## তিনটি সুন্নতের ওপর নিয়মিত আমল করলে বাকি সুন্নতের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে

১. স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে সালাম দিব।

২. ভালো কাজে ডানদিক এবং মন্দকাজে বামদিককে প্রাধান্য দিব।

৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করব। উপরে উঠতে 'আল্লাহু আকবার' বলব। নিচে নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলব। সমতলে চলতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে থাকব।

# ভালো কিছু করি

## ১. আল্লাহ (اَللّٰهُ)

**'আল্লাহ'**, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

**আল্লাহ** অর্থ : ইলাহ, উপাস্য, ইবাদতের যোগ্য, আশ্রয়স্থল, অতিপ্রিয়জন। আল্লাহ মানে মাবুদ তথা যার ইবাদত করা হয়। আল্লাহ সবার ভরসার জায়গা। সবকিছু সৃষ্টির আগে আল্লাহ তাআলা ছিলেন। কেয়ামতের আগে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। তিনিই প্রকাশ্য। তিনিই লুক্কায়িত। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন [সূরা হাদিদ : ৩][১]।

## ২. তাওহিদ

আল্লাহ এক। আল্লাহর মতো আর কেউ নেই।

---

[১] বইয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ভাবানুবাদ ব্যবহৃত হয়েছে।

কোনো কিছুও আল্লাহর মতো নয়। আল্লাহর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ সব দিক থেকে এক। আল্লাহ এমন যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো সন্তান নেই। তিনি কারো সন্তান নন। আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি, আল্লাহ থেকেও কেউ জন্ম নেয়নি। কেউ আল্লাহর সমান নয় [সূরা ইখলাস : ১-৪]। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এই বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে।

## ৩. আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি জীবিত; সবকিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহর ঝিমুনি আসে না। আল্লাহর ঘুমও পায় না। আসমান ও জমিনের সবকিছু আল্লাহর। অনুমতি ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা সকল বান্দার আগে ও পরের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু জানেন। আল্লাহর জ্ঞানের কোনো বিষয় মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না। আল্লাহ যতটুকু জ্ঞান দান করেন, মানুষ শুধু ততটুকু জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে। আল্লাহর কুরসি (সিংহাসন) আসমান ও জমিনকে ঘিরে রেখেছে। আসমান ও জমিন রক্ষা করতে আল্লাহর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। মর্যাদায় আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে উঁচু, আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে মহান [সূরা বাকারা : ২৫৫]।

## ৪. আল্লাহকে চিনি

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি সবার প্রতি দয়াবান, অনেক বেশি দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই শান্তি

দিতে পারেন, নিরাপত্তা দিতে পারেন, সবাইকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী। তিনিই সব দোষত্রুটি সংশোধন করতে পারেন। তিনিই গৌরব-মর্যাদার অধিকারী। তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেন, অস্তিত্ব দান করেন, আকৃতি দান করেন। সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো আল্লাহরই। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। আল্লাহ তাআলাই সব ক্ষমতার মালিক, হেকমতের মালিক [সূরা হাশর : ২২-২৪]।

## ৫. কালেমা তাইয়েবা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।' কালেমা তাইয়েবা মানে উত্তম কথা। কালেমা তাইয়িবার চেয়ে উত্তম কথা আর নেই। বেশি বেশি এই কালিমা পড়ব। ইনশাআল্লাহ।

## ৬. কালেমা শাহাদাহ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

**আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।**

**অর্থ :** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।

## ৭. ইসলাম

ইসলাম মানে আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য। ইসলাম আল্লাহর

একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্ত নবী-রাসূলের ধর্মের নামও ইসলাম।

## ৮. মুসলিম

ইসলামের অনুসারীদেরকে 'মুসলিম' বলা হয়। মুসলিম মানে, আল্লাহ তাআলার প্রতি আত্মসমর্পণকারী। আমাদের পরিচয়? আমরা মুসলিম। সমস্ত নবী-রাসূল মুসলিম ছিলেন। বিশ্বের প্রতিটি শিশু মায়ের পেট থেকে মুসলিম অবস্থায় জন্মায়।

## ৯. ঈমান

**ঈমান** অর্থ : আল্লাহ তাআলা রাসূলের ওপর যা নাযিল করেছেন, তা সত্যায়ন করা, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করা। যারা ঈমান আনেন তাদেরকে মুমিন বলা হয়। ঈমান না

থাকলে কোনো ভালো কাজই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান রাখব। ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি অবিচল ও বিশুদ্ধ ঈমান রাখব। তাকদিরের প্রতি ঈমান রাখব। আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখব।

## ১০. ওহি

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলের কাছে বার্তা পাঠান। আল্লাহর পাঠানো বার্তাকে ওহি বলা হয়। কুরআন কারিম আল্লাহর ওহি।

## ১১. কুরআন

কুরআন আল্লাহর কথা। কুরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ কিতাব। আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন নাযিল করেছেন।

## ১২. নবীজি

নবীজির নাম মুহাম্মাদ। নবীজির নাম শুনলে দুরুদ পাঠ করতে হয়, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি খাতামুন নাবিয়্যিন, মানে সর্বশেষ নবী। নবীজির পর আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না।

## ১৩. সুন্নাহ

নবীজির আদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়। নবীজির সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআন বুঝতে হলে সুন্নাহ জানা জরুরি। কুরআন আল্লাহর সরাসরি ওহি। নবীজির সুন্নাহ আল্লাহর পরোক্ষ ওহি।

## ১৪. সাহাবি

যারা ঈমান অবস্থায় সরাসরি নবীজিকে দেখেছেন, তাদেরকে সাহাবি বলা হয়। আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবিগণের মতো ঈমান আনতে বলেছেন [সূরা বাকারা : ১৩]। সঠিক পথ পেতে

হলে আমাদেরকে সাহাবিগণের মতো ঈমান আনতে হবে [সূরা বাকারা : ১৩৭]। সাহাবাগণ আমাদের আদর্শ। আমরা সাহাবিগণের মাধ্যমে ইসলাম পেয়েছি। আমরা সাহাবিগণের মাধ্যমে নবীজিকে চিনেছি। আমরা সাহাবাগণকে ভালোবাসব; সাহাবাগণের সম্মান বজায় রাখব।

## ১৫. জন্ম

আমি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে জন্মলাভ করেছি। আমার কেন জন্ম হয়েছে? আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রশ্ন করব, আল্লাহ আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আমি কি এই মুহূর্তে আল্লাহর ইবাদত করছি? আমার প্রতিটি কাজ ইবাদত হচ্ছে তো?

## ১৬. মৃত্যু

প্রতিটি প্রাণী একদিন মৃত্যুবরণ করবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই চিরঞ্জীব। যে কোনো মুহূর্তে

আমার মৃত্যু হতে পারে। আমি সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকব। কোনো পাপচিন্তা মাথায় এলে মৃত্যুর কথা স্মরণ করব।

## ১৭. কবর

কবর আখেরাতের প্রথম ধাপ। সবাইকে একদিন কবরে যেতে হবে। আমাদের আগে যারা ছিলেন, সবাই কবরে চলে গেছেন। চলার পথে আমরা কবরস্থান দেখি। কবর দেখলে মৃত্যুর কথা স্মরণ করব। কবর দেখলে আখেরাতের কথা স্মরণ করব। কবর দেখলে মৃত মুমিনগণের জন্য দোয়া করব। বলল, ইয়া আল্লাহ কবরবাসী মুমিনকে মাফ করে দিন। কবর দেখলে বলব, **আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর** 'হে কবরবাসী, আপনাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক।'

## ১৮. দুনিয়া

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। দুনিয়া ক্ষণক্ষায়ী। দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এই দুনিয়াতে আমি যেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করব, আখেরাতে তেমন ফলাফল লাভ করব। আমি দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করব। আমলে সালেহ বা ভালো কাজ দিয়ে দুনিয়ার জীবনকে সমৃদ্ধ করব। ইনশাআল্লাহ।

## ১৯. আখেরাত

আখেরাত মানে পরকাল। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন। আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়াতে আমি যা করব, আখেরাতে তার প্রতিদান লাভ করব। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাকে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ছাড়া আখেরাতে কেউ ছাড় পাবে না। শুধু আমল দিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। আখেরাতে মুক্তির জন্য নিয়মিত

আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করে যাব।

## ২০. সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর ইবাদত করার জন্য [সূরা যারিয়াত : ৫৬]।

## ২১. ইবাদত

চিন্তা-চেতনায়, কাজেকর্মে আল্লাহর তাওহিদ (এককত্ব) প্রকাশ করাকে ইবাদত বলে। আমরা স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় কেন আসি? শিক্ষাদীক্ষা অর্জনের জন্য। শিক্ষা অর্জন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইবাদত মানে আল্লাহর আদেশ পালন করা, আনুগত্য করা, আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য করা। আমরা ইচ্ছা করলে সারাদিনে অনেক অনেক ইবাদত করতে

পারি। সহজে, কোনো কষ্ট ছাড়াই অনেক ইবাদত করতে পারি। আমরা বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করব।

## ২২. ইখলাস

ইখলাস মানে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। শুধু আল্লাহর জন্য কাজ করাকে ইখলাস বলে। আমি প্রতিটি কাজ শুধুই আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য করব। আমি লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করব না। আমি মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য কোনো কাজ করব না।

## ২৩. নেক নিয়ত

ভালো কাজের নিয়ত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। ভালো কাজের নিয়ত করার পর কাজটা করতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা নিয়তের সওয়াব দান করেন। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সওয়াব লাভের আশায় আমলে

সালেহ করাকে 'ইহতিসাব' বলা হয়। আমলে সালেহ মানে ভালো কাজ। নিয়তের মাধ্যমে সাধারণ কাজকেও ইবাদতে পরিণত করা যায়। ধরা যাক, পানি পান করছি। নিয়ত করব, 'পানি পান করে আমি পিপাসা নিবারণ করব, আল্লাহর শোকর আদায় করব।' তাহলে পানি পানের মতো কাজও ইবাদতে পরিণত হবে। প্রতিদিন বেশি বেশি ভালো কাজের নিয়ত করব। সুযোগ পেলেই ভালো কাজের নিয়ত করব। ইনশাআল্লাহ।

## ২৪. বিসমিল্লাহ

যেকোনো ভালো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ব। বিসমিল্লাহ মানে, আল্লাহর নামে শুরু করছি। পানি পান করছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। খাবার মুখে দিচ্ছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। ক্লাসের পড়া শুরু করছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। হাতের লেখা শুরু করছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। বাড়ির কাজ শুরু

করছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। স্যার পড়া ধরেছেন, পড়া বলার আগে বিসমিল্লাহ পড়ব। ক্লাসে বসছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছি, বিসমিল্লাহ পড়ব। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমার কাজে বরকত দান করবেন। বরকত মানে? কল্যাণ, সমৃদ্ধি, উন্নতি।

## ২৫. আসসালামু আলাইকুম

ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিব। আগে আগে সালাম দিব। অন্যের অপেক্ষা না করে নিজেই সালাম দিব। পুরো সালাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করব, **আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।** সালামের শুরুতে 'আস' ও শেষে 'কুম' সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করব, ইনশাআল্লাহ। সালামের অর্থ : 'আপনার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।'

কেউ আমাকে সালাম দিলে স্পষ্ট উচ্চারণে জবাব

দিব, **ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ**। সালাম দিতে লজ্জা পাব না। সালামের উত্তর দিতেও লজ্জাবোধ করব না। ইনশাআল্লাহ।

## ২৬. ডান ও বাম

প্রতিটি কাজে ডান-বামের সুন্নত ঠিক রাখব। সুন্নত মানে, নবীজির পছন্দনীয় কাজ। নবীজির রেখে যাওয়া আদর্শকে সুন্নাহ বলে। ঘরে, মসজিদে, শ্রেণিকক্ষে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করব, বাম পা দিয়ে বের হব। বাথরুমে বাম পা দিয়ে ঢুকব, ডান পা দিয়ে বের হব। জুতো-মোজা ডান পায়ে আগে পরব, বাম পা আগে খুলব। পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গি ডান পা আগে পরব, বাম পা আগে খুলব। ডান কাত হয়ে শয়ন করব। বালিশে মাথা এলিয়ে দিয়ে ডান হাতের তালু ডান গালের নিচে রাখব। ডান দিকের চুল আগে আঁচড়াব। নাপিতকে ডানদিকের চুল আগে

কাটার অনুরোধ করব। রাস্তার ডান দিকে চলব। ডানদিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করব।

## ২৭. আলহামদুলিল্লাহ

আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছ? আমি উত্তরে বলব, **আলহামদুলিল্লাহ**, আল্লাহ তাআলা খুব ভালো রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ মানে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি যে অবস্থাতেই থাকি, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করব। এটাই আল্লাহর ইবাদত। অতীতের কোনো কাজের কথা বলার পর আলহামদুলিল্লাহ বলব। নিজের কোনো অর্জনের কথা বলে আলহামদুলিল্লাহ বলব। নিজের কোনো যোগ্যতা বা কৃতিত্বের কথা বলে আলহামদুলিল্লাহ বলব। ভালো কিছু করতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ বলব। ভালো কিছু পেলে আলহামদুলিল্লাহ বলব।

## ২৮. সুবহানাল্লাহ

বিস্ময়কর কোনো কথা শুনলে **সুবহানাল্লাহ** বলব। আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা শুনলে সুবহানাল্লাহ বলব। সুন্দর কিছু দেখলে সুবহানাল্লাহ বলব। ভালো কোনো দৃশ্য দেখলে সুবহানাল্লাহ বলব। উপর থেকে নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলব। সুবহানাল্লাহ মানে, আমি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহ তাআলাকে সব ধরনের দোষত্রুটিমুক্ত ঘোষণা করছি। আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশে অভ্যস্ত হয়ে উঠব। কথায় কথায় আল্লাহর জিকির করব, ইনশাআল্লাহ।

## ২৯. আল্লাহু আকবার

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে হলে **আল্লাহু আকবার** বলব। মনে সাহস আনার জন্য আল্লাহু আকবার বলব। নিজেকে দুর্বল মনে

হলে আল্লাহু আকবার বলব। স্লোগান দেওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলব। উপরে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার বলব। আল্লাহু আকবার মানে, আল্লাহ মহান। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

## ৩০. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

একটু পরপর **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বলব। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। ঈমানকে নবায়ন করার জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব। মাঝেমধ্যে পুরো কালিমা একসাথে বলব : **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**। সামনে আল্লাহবিরোধী কিছু দেখলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব। নিজের ঈমানকে পাকাপোক্ত করার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলব। নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব। ভয় লাগলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব।

## ৩১. মাশাআল্লাহ

কারো মধ্যে সুন্দর কিছু দেখলে **মাশাআল্লাহ** বলব। কারো কোনো গুণ দেখলে মাশাআল্লাহ বলব। আমার বন্ধুরা পড়া পারলে মাশাআল্লাহ বলব। কেউ ভালো কোনো কাজ করলে মাশাআল্লাহ বলব। মাশাআল্লাহ মানে, আল্লাহ যা চান, সেটাই হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সেটাই ভালো। আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।

## ৩২. ইনশাআল্লাহ

ভবিষ্যতে কিছু করার আশাবাদ প্রকাশ করলে **ইনশাআল্লাহ** বলব। কারো সাথে ওয়াদা করার পর ইনশাআল্লাহ বলব। কাউকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ বলব। ইনশাআল্লাহ মানে, আল্লাহ চাহেন তো কাজটা হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় কাজটা হবে।

## ৩৩. জাযাকাল্লাহু খইরন

কেউ আমার উপকার করলে **জাযাকাল্লাহু খইরন** বলব। অর্থ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কেউ আমাকে কিছু হাদিয়া-উপহার দিলে জাযাকাল্লাহু খইরন বলব। কেউ আমাকে সাহায্য করলে জাযাকাল্লাহু খইরন বলব। আমাকে কেউ জাযাকাল্লাহ বললে উত্তরে আমি তাকে 'আমিন, ওয়া ইয়্যাক' বলব।

## ৩৪. মাআযাল্লাহ

আল্লাহর কাছে অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য **মাআযাল্লাহ**, বলব। কোনো গুনাহের মুখোমুখি হয়ে গেলে সাথে সাথে মাআযাল্লাহ বলব। 'মাআযাল্লাহ' মানে, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মনে গুনাহের চিন্তা জাগ্রত হলে মাআযাল্লাহ বলব। শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে মাআযাল্লাহ বলব।

## ৩৫. আউযুবিল্লাহ

**আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজিম**। আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মনে দুশ্চিন্তা এলে আউযুবিল্লাহ পড়ব। মনে পাপচিন্তা এলে আউযুবিল্লাহ পড়ব। ভালো কাজের প্রতি অনীহা জাগলে আউযুবিল্লাহ পড়ব। নামায পড়তে ইচ্ছা না করলে আউযুবিল্লাহ পড়তে শুরু করব।

## ৩৬. দুঃস্বপ্ন

দুঃস্বপ্ন দেখলে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলার ভান করব। পাশ ফিরে শুবো। তিনবার **আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজিম** পড়ব। আল্লাহর কাছে দোয়া করব, 'ইয়া আল্লাহ, আমি এই দুঃস্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।' দুঃস্বপ্নের কথা কাউকে বলব না। নিজেও দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করব না। সম্ভব হলে দুই রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

## ৩৭. আস্তাগফিরুল্লাহ

গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে **'আস্তাগফিরুল্লাহ'** বলব। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইলে আস্তাগফিরুল্লাহ বলব। আস্তাগফিরুল্লাহ মানে, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। গুনাহ না হলেও একটু পরপর আস্তাগফিরুল্লাহ বলব। কোনো গুনাহ ছাড়া আস্তাগফিরুল্লাহ বলা অনেক বড় ইবাদত। জিভের ডগায় আস্তাগফিরুল্লাহ রাখব। কথায় কথায় আস্তাগফিরুল্লাহ বলব।

## ৩৮. হাসবুনাল্লাহ

বিপদে পড়লে **'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল'** বলব। 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতইনা উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।' মনে শক্তিলাভের জন্য **'হাসবুনাল্লাহ'** বলব। মনোবল বৃদ্ধির জন্য হাসবুনাল্লাহ বলব। শত্রুর মোকাবেলা

করার সময় হাসবুনাল্লাহ বলব। বুঝে বুঝে বলব। গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলব।

## ৩৯. ওয়াফফাকানাল্লাহ

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। তাওফিক মানে আল্লাহ তাআলার দেওয়া শক্তি ও যোগ্যতা। আমি এই বিশ্বাস পোষণ করব, আমার সবকিছু আল্লাহর। আমার শক্তি আল্লাহর দেওয়া। আমার জ্ঞানযোগ্যতা আল্লাহর দেওয়া। নিজের ও অন্যদের তাওফিক চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে **'ওয়াফফাকানাল্লাহ'** বলব।

## ৪০. লা হাওলা

**লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ** 'আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া অনিষ্ট থেকে বিরত থাকা ও কল্যাণ লাভ করার শক্তি কারো নেই। এই দোয়াটিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জান্নাতের ধনভান্ডার বলেছেন। বিপদের সময় বেশি বেশি এই দোয়া পড়ব। নিজেকে অসহায় মনে হলে, দুর্বল মনে হলে, অরক্ষিত মনে হলে, শত্রুর মুখোমুখে হলে এই দোয়া বেশি বেশি পড়ব।

## ৪১. ইল্লা আনতা

**লা ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যলিমিন**। ইয়া আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। আপনি পূতপবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি জালিম। ইউনুস আলাইহিস সালাম বিপদে এই দোয়া পড়েছিলেন। বিপদাপদে আমিও এই দোয়া ক্রমাগত পড়ে যাব। বুঝে বুঝে পড়ব। মনোযোগ দিয়ে পড়ব।

## ৪২. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

**সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম**। 'আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা

ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।' ছোট্ট দুটি বাক্য, মিযানের পাল্লায় অনেক ভারী। সুযোগ পেলেই বাক্য দুটি কয়েকবার পড়ে নিবো। মহব্বত নিয়ে পড়ব। বুঝে বুঝে পড়ব।

## ৪৩. বাকিয়াত সালিহাত

আল্লাহ তাআলা কুরআনে **স্থায়ী সৎকর্ম** (الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ)-এর কথা বলেছেন। আমাদেরকে বাকিয়াত সালিহাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। বাকিয়াত সালিহাত করলে উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দিয়েছেন [সূরা কাহাফ : ৪৬]। বাকিয়াত সালিহাত কী? চারটি বাক্য : **সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার।**

## ৪৪. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সকাল-সন্ধ্যা কমপক্ষে দশবার করে **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলব। অর্থ, 'আল্লাহ তাআলা রাসূলের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।' কোনো বিপদ দেখা দিলে অনবরত 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়তে থাকব। মন খারাপ থাকলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়তে থাকব। আর্থিক অনটন থাকলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়তে থাকব। শারীরিক অসুস্থতা থাকলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়তে থাকব। একটু পরপর দুরুদ পাঠ করব। দোয়া করার আগে দুরুদ পাঠ করব। দোয়া শেষ করে দুরুদ পাঠ করব।

## ৪৫. ইন্না লিল্লাহ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

'আমরা সকলেই আল্লাহরই এবং আমাদেরকে

তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' [সূরা বাকারা : ১৫৬]।

কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ব। বিপদাপদে এই আয়াতখানার অর্থ বুঝে বুঝে পড়ব। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করব, আমার সবকিছুই আল্লাহর মালিকানাধীন। আমি একদিন আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো। আমি বিশ্বাস করব, আল্লাহ তাআলা যা করেন, আমাদের ভালোর জন্যই করেন।

## ৪৬. সেজদায়ে শোকর

সেজদায়ে শোকর মানে, আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য সেজদা দেওয়া। কোনো আনন্দকর সংবাদ শুনলে সেজদায়ে শোকর আদায় করব। বড় কোনো কাজ শেষ হলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেজদায়ে শোকর আদায় করব। সেজদায় গিয়ে তিনবার সেজদার তাসবিহ

পাঠ করব। বেশিও পড়তে পারি। সময় ও সুযোগ থাকলে শুধু সেজদা না দিয়ে শুকরিয়াস্বরূপ দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিবো।

## ৪৭. সালাতুল হাজত

কোনো হাজত-প্রয়োজন দেখা দিলে দুই রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব। কোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়ার আগে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিবো।

## ৪৮. তাহাজ্জুদ

নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে কমপক্ষে ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। নবীজি ইশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তেন। শেষরাতে আগে আগে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাহাজ্জুদ পড়লে ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি

পায়। দীন ও দুনিয়াতে বরকত আসে। শেষরাতে উঠা নিয়ে সন্দিহান থাকলে ঘুমের আগে তাহাজ্জুদের নিয়তে দু-চার রাকাত পড়ে নিতে পারি। ঘুমের আগে আল্লাহর কাছে শেষরাতে উঠার দোয়া করব।

## ৪৯. ইশরাক

সূর্যোদয়ের দশ মিনিট পর থেকে ইশরাকের সময় শুরু হয়। ইশরাকের নামায আদায় করলে একটি মকবুল হজ ও উমরার সওয়াব পাওয়া যায়। নিয়মিত ইশরাক পড়ব। মাঝেমধ্যে ফজরের পর মসজিদে বসে থেকে ইশরাক পড়ে বের হব।

## ৫০. ফরজ সালাত

পাঁচওয়াক্ত ফরজ সালাত খুবই গুরুত্বের সাথে আদায় করব। যেকোনো মূল্যে ফরজ সালাত আদায় করব। দুনিয়া একদিকে, ফরজ সালাতকে আরেকদিকে রাখব।

## ৫১. ১২ রাকাত

১২ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নিয়মিত আদায় করব। ফজরের আগে ২ রাকাত, যোহরের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত সুন্নত কখনো বাদ দিব না।

## ৫২. বিতির

নিয়মিত বিতির আদায় করব। প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়ব। তাহাজ্জুদে উঠার অভ্যাস থাকলে তাহাজ্জুদের পরে বিতির পড়ব। তাহাজ্জুদে উঠাটা নিশ্চিত না হলে ইশার পর বিতির আদায় করে নিবো।

## ৫৩. তাওবা নাসুহা

আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়মিত তাওবা করব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে সত্তর

বারেরও বেশি তাওবা করতেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাওবা নাসুহা বা বিশুদ্ধ তাওবা করতে বলেছেন। দিনে কমপক্ষে ১০০ বার **আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি** বলব। বুঝে বুঝে বলব। অনুশোচনা নিয়ে বলব। 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।'

## ৫৪. মুচকি হাসি

মুচকি হাসা সুন্নত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় মুচকি হাসতেন। মুমিন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা সদকাস্বরূপ। আমি যতবার হাসিমুখে কথা বলব, হাসিমুখে সালাম দিব, ততবার সদকা দেওয়ার সওয়াব পেতে থাকব।

## ৫৫. ক্ষমা

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে

ভালোবাসেন। আমিও ক্ষমাপরায়ণ হবো। আমার মধ্যে ক্ষমার অভ্যেস গড়ে তুলব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ক্ষমা করতেন।

## ৫৬. আত্মসমালোচনা

গতকালের আমি থেকে আজকের আমি কি আরেকটু উন্নত হয়েছি? এই প্রশ্নটা নিয়মিত নিজেকে করে যাব। রাতে শোয়ার আগে আত্মসমালোচনা করব, আজ আমার নতুন কী অর্জন হলো? আজ আমি নতুন কী শিখলাম? আজ আমি কী কী ভালো কাজ করেছি? আজ আমি কী কী ভুল করেছি?

## ৫৭. পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আমি যতবেশি পরিচ্ছন্ন থাকব, আমার ঈমান তত বৃদ্ধি পাবে। আমি কোন কোন বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন

করব? মৌলিকভাবে চারটি বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা দরকার :

## ৫৮. চিন্তার পরিচ্ছন্নতা

আমার মধ্যে কখনো হতাশা জাগতে দিব না। আমি কখনো নিরাশ হব না। সবসময় আত্মবিশ্বাস ধরে রাখব। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, একসময় সমস্যা কেটে যাবে—এই বিশ্বাস রাখব। ইতিবাচক চিন্তা মাথায় রাখব। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে আকিদা-বিশ্বাস পরিচ্ছন্ন রাখব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আকিদা-বিশ্বাস পরিচ্ছন্ন রাখব। কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে আকিদা-বিশ্বাস পরিচ্ছন্ন রাখব। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও পরিচ্ছন্ন আকিদা পোষণ করব। সর্বোপরি ইসলাম সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করব।

## ৫৯. শরীরের পরিচ্ছন্নতা

নিয়মিত গোসল করব। নখ, দাঁত, নাক, কান, মাথার চুল পরিষ্কার রাখব। রাতে শোয়ার আগে ব্রাশ-মিসওয়াক করব। প্রতি নামাযের আগে মিসওয়াক করব। পরিধেয় জামাকাপড় পরিচ্ছন্ন রাখব।

## ৬০. আত্মার পরিচ্ছন্নতা।

কলব বা আত্মাই সবকিছুর মূল। কলবের বড় বড় ১০টি ব্যাধি আছে। অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া থেকে কলবকে মুক্ত রাখব।

## ৬১. আশপাশের পরিচ্ছন্নতা

নিজের জামাকাপড়, বিছানা, আঙিনা, ঘরবাড়ি, কর্মক্ষেত্র, শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখব। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখব, দেয়ালের আশপাশ, খুঁটি-পিলারের আশপাশ, ঘরে উপরে-নিচের কোণগুলো পরিষ্কার রাখব। যেখানে

সেখানে থুথু ফেলব না। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলব।

## ৬২. অযুর সাথে

সবসময় অযুর সাথে থাকার চেষ্টা করব। বাথরুমের প্রয়োজন শেষ হলেই অযু করে ফেলব। অযু করতে বেশি সময় লাগে না, কোনো কষ্টও লাগে না, বেশি পানিও লাগে না। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে অযু করে নিবো, তাহলে সারারাত ফেরেশতা আমার জন্য দোয়া করবেন।

## ৬৩. অপচয়রোধ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেছেন, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় কয়েক ধরনের হতে পারে

১. চিন্তাশক্তি ও মেধাশক্তির অপচয়। প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবো না। অপ্রয়োজনীয় বিষয় শিখব না।

২. শারীরিক শক্তির অপচয়।

৩. সম্পদের অপচয়।

৪. সময়ের অপচয়।

## ৬৪. বড়কে সম্মান

বড়দের প্রতি সম্মান দেখাব। বড়দের সাথে কথা বলার সময় আদব বজায় রাখব। বড়দের সামনে হেলান দিয়ে বসব না। বড়দের সামনে জোরে হাসব না। জোরে কথা বলব না। বড়দের সামনে আদবের সাথে বসব।

## ৬৫. ছোটকে স্নেহ

ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হবো। ছোটদের গায়ে হাত তুলব না। ছোটদের অহেতুক বকাবকি করব না। ছোটদের সাথে রাগারাগি করব না। ছোটদের কটু কথা বলব না।

## ৬৬. অপ্রয়োজনীয়তা পরিহার

ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা। অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, চিন্তা, দৌড়ঝাঁপ পরিহার করে চলব। ছোট থেকে ছোট কাজ করার আগে চিন্তা করব, এটা করলে আমার কোনো লাভ আছে?

## ৬৭. গুরুজনের সেবা

মা-বাবার খেদমত করব। দাদা-দাদি, নানা-নানির সেবা করব। শিক্ষকের সেবা করব। পরিচিত-অপরিচিত সকল বয়স্ক মানুষের সেবা করার চেষ্টা করব। তাদের হাতের বোঝা নিজে বহন করার চেষ্টা করব।

## ৬৮. খেদমতে খালক

কথা আছে : **'খেদমতে খোদা, এবাদতে বেহেশত।'** খেদমতে খালক মানে জনসেবা, মানুষের সেবা করা। সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টির সেবা করার চেষ্টা করব।

## ৬৯. সমাজসেবা

গ্রামে গাছ লাগাতে পারি। গরিবের পাশে দাঁড়াতে পারি। রাস্তাঘাট মেরামত করতে পারি। খাল, নর্দমা ও ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে পারি। মজে যাওয়া খাল-পুকুর পরিষ্কার করতে পারি। রাস্তার দু পাশে গাছ রোপণ করতে পারি। কোনো ছেলে টাকার অভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না; তার পাশে দাঁড়াতে পারি। কোনো ঘরে ভাতের চাল নেই, খোঁজ নিয়ে সহযোগিতা করতে পারি।

## ৭০. জ্ঞানচর্চা

ক্লাসের পড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন কিছু সময় অন্য বই পড়ার চেষ্টা করব। ক্লাসে পঠিত বিষয়গুলোকে বইয়ের বাইরে এনে আত্মস্থ করার চেষ্টা করব। যেমন ধরা যাক, ১২টা টেনস বই দেখা ছাড়া বলতে পারি কিনা, যাচাই করে

দেখব। বীজগণিতের সূত্রগুলো বই দেখা ছাড়াই হাঁটতে-চলতে মুখস্থ বলতে পারি কিনা, পরীক্ষা করে দেখব। বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের মৌলিক বিষয়গুলো বই দেখা ছাড়া পারি কিনা, নিয়মিত যাছাই করে দেখব।

## ৭১. পাঠমুখস্থ

যে পড়াটা মুখস্থ করব, সেটা আগে দেখে দেখে ভালো করে পড়ে নিবো। কয়েকবার পড়ে পড়াটা ভালো করে বুঝে নিবো। নিজে না বুঝলে শিক্ষক বা সহপাঠির সাহায্য গ্রহণ করব। অল্প অল্প করে মুখস্থ করব। এক-দুইলাইন করে মুখস্থ করব। নতুন লাইন মুখস্থ করার পর পেছনের সবগুলো লাইন মিলিয়ে কয়েকবার মুখস্থ পড়ে পরের লাইনে যাব। পুরো পাঠ মুখস্থ হয়ে গেলে বই বন্ধ করে হেঁটে পড়ব। খটকা লাগা জায়গাগুলো কয়েকবার পড়ে পুরো পাঠটা খাতায় মুখস্থ লিখব। লেখার পর বইয়ের সাথে মিলিয়ে

দেখব। ভুল থাকলে সংশোধন করে নিবো। আরো কয়েকবার পড়াটা ঝালিয়ে নিবো।

## ৭২. জ্ঞানের প্রসার

আমি যা জানি, অন্যকেও সেটা শেখানোর চেষ্টা করব। ক্লাসের দুর্বল ছাত্রটাকে নিজ উদ্যোগেই পড়া বুঝিয়ে দিব। নিচের ক্লাসের গরিব ছাত্রটাকে নিজ থেকে পড়াশোনায় সাহায্য করব।

## ৭৩. পথের দাবি

রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় পথের হক আদায় করব। নিজের ডানে চলার চেষ্টা করব। ডানে-বামে দেখে ব্যস্ততম সড়ক পার হব। রাস্তা পারাপারে জেব্রাক্রসিং বা ওভারব্রিজ ব্যবহার করব।

## ৭৪. পথের কাঁটা

চলার পথে কষ্টকর কিছু পড়ে থাকলে সরিয়ে

দিব। এটা ঈমানের আলামত। রাস্তার পাশে গাছের ডাল বড় হলে মালিকের অনুমতিসাপেক্ষে কেটে ফেলে দিব।

## ৭৫. পেশাগত দক্ষতা

ছোটবেলা থেকেই পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দিব। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, গাড়ি চালানো, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত করার কাজ শেখার চেষ্টা করব।

## ৭৬. ভাষাগত দক্ষতা

মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি অন্তত একটি বিদেশি ভাষা যত্ন করে শেখার চেষ্টা করব। শিক্ষকের ভয়ে নয়, ভালোবাসা আর আগ্রহ নিয়ে শিখব। ইনশাআল্লাহ।

## ৭৭. পানি পান

তিন চুমুকে পানি পান করব। প্রতি চুমুকের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলব। চুমুক শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলব। এভাবে তিন চুমুক পান করার পর প্রয়োজন পরিমাণ বাকি পানি একসাথে পান করব। বসে পানি পান করব।

## ৭৮. মিসওয়াক

নিয়মিত মিসওয়াক করব। শোয়ার আগে মিসওয়াক করব। খাবারের পর মিসওয়াক করব। পাঁচ নামাযের আগে মিসওয়াক করব। একটা মিসওয়াক বেশিদিন ব্যবহার করব না। কয়েকদিন পরপর মিসওয়াকের আগা কেটে তারপরের অংশ দিয়ে মিসওয়াক করব।

## ৭৯. সালাত

সালাত দীনের খুঁটি। কেয়ামত দিবসে সবার আগে সালাতের হিসাব হবে। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত গুরুত্বের সাথে আদায় করব।

## ৮০. সিয়াম

সিয়াম মানে রোযা। রমযানে রোযা রাখা ফরজ। খুব বেশি কষ্ট না হলে আমরা পুরো মাস রোযা রাখার চেষ্টা করব। এ ছাড়া রমযানের পর শাউয়ালে ছয় রোযা রাখার চেষ্টা করব। আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখা সুন্নত। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সুন্নত। মহরমের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখা সুন্নত। জিলহজের ৯ তারিখে রোযা রাখা সুন্নত।

## ৮১. যাকাত

যাকাত আদায় করা ফরজ। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সম্পদ যাকাত হিসেবে দান করতে হয়। আব্বু-আম্মুকে জিজ্ঞেস করব, যাকাত আদায় করেছেন? যাকাত আদায় করার মতো সম্পদ যেন আল্লাহ তাআলা দান করেন, এই দোয়া করব।

## ৮২. হজ

হজে যাওয়ার জন নিয়মিত দোয়া করা। আমি ছোট মানুষ হজে গিয়ে কী হবে? আমি হজে যেতে পারলে অনেক কিছু হবে। জীবনে একবার হলেও বাইতুল্লাহর জিয়ারতে যাওয়া দরকার। নেসাব পরিমান টাকা-পয়সা থাকলে জীবনে একবার হজ করা ফরজ। হজের নিয়তে আমি এখন থেকেই সাধ্যমতো টাকা জমাতে শুরু করব।

## ৮৩. সাদাকা

নিয়মিত কিছু না কিছু দান করার চেষ্টা করব। অন্তত একটা টাকা হলেও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার চেষ্টা করব। শুধু টাকাই নয়, মানুষের উপকার হয় এমন কিছু দান করাও সদকা। হাসিমুখে কথা বলাও সদকা।

## ৮৪. সৎকাজে আদেশ

প্রতিদিন অন্তত একটি সৎকাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করব। আমার বন্ধুবান্ধবকে ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করব। আমি কাউকে সালাম দিলে সালামের উত্তর দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাও ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ। সালামের উত্তর দিলেও সওয়াব।

## ৮৫. অসৎ কাজে নিষেধ

প্রতিদিন অন্তত একজনকে অসৎ কাজে নিষেধ করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। অসৎ কাজ মানে? আল্লাহ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কাজই অসৎ কাজ।

## ৮৬. একটি আয়াত

আমি বাংলা পড়তে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, এটা অনেক বড় যোগ্যতা। দেখে দেখে বাংলা পড়তে পারার মানে হলো, আমার হাতে জ্ঞানভান্ডারের চাবিকাঠি এসে গেছে। একজন

অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন অন্তত একটি আয়াতের তরজমা পড়ার চেষ্টা করব। সম্ভব হলে তাফসিরও।

## ৮৭. একটি হাদীস

প্রতিদিন অন্তত একটি হাদীস অর্থসহ পড়ার চেষ্টা করব। একজন অভিজ্ঞ আলেমের সাথে পরামর্শ করে পড়ব।

## ৮৮. মুশাওয়ারা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট-বড় সব কাজে পরামর্শ করতেন। আমিও যেকোনো কাজ করার আগে মুরুব্বিদের সাথে পরমর্শ করে নিবো। বেশি কিছু করতে হবে না, কাজ শুরুর আগে শুধু জিজ্ঞেস করে নিবো, আমি কি কাজটা করতে পারি?

## ৮৯. ইস্তেখারা

ইস্তেখারা শব্দের অর্থ আল্লাহ তাআলার কাছে 'খাইর-কল্যাণ' প্রার্থনা করা। আমি কোনো কাজ করার আগে দুই রাকাত নামায পড়ব। তারপর ইস্তেখারার দোয়া পড়ে কাজটা শুরু করব। ইস্তেখারার দোয়া মুখস্থ না পারলে দেখে দেখে পড়ব। তাড়াহুড়ার মধ্যে দুই রাকাত নামায পড়ার সময় বা সুযোগ না মিললে দোয়াটা পড়ে কাজ শুরু করে দিব। বড় দোয়া পড়ারও সময় না থাকলে কয়েকবার اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَاخْتَرْ لِيْ **'আল্লাহুম্মা খির লি, ওয়াখতার লি'** পড়ে নিবো। 'হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য কল্যাণ বরাদ্দ করুন, আমার জন্য কল্যাণকর বিষয় নির্বাচিত করুন।'

## ৯০. তেলাওয়াত

প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও কুরআন শরিফ নিয়ে বসব। নিয়মিত অল্পকিছু হলেও তেলাওয়াত

করব। একান্ত সময় না থাকলে এক পৃষ্ঠা হলেও তেলাওয়াত করব। নামাযের আগে একবার কুরআন শরিফ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করব। পড়ার সময়-সুযোগ পাই আর না পাই, একবার হাতে নিয়ে খুলে হলেও দেখব।

## ৯১. দোয়া–মুনাজাত

আল্লাহর কাছে নিয়মিত দোয়া করব। দোয়া করার জন্য হাত তুলতে হবে, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। মনে মনে, বিড়বিড় করেও দোয়া করা যায়। দিনে অন্তত একবার হাত তুলে বেশি করে দোয়ার করার চেষ্টা করব। দিনে একবার হলেও আল্লাহ তাআলার কাছে চোখের পানি ফেলে দোয়া করব। ইনশাআল্লাহ।

## ৯২. রুকু

নামাযের রুকুটা ভালোভাবে, আন্তরিকভাবে ও মনোযোগ দিয়ে আদায় করার চেষ্টা করব। রুকুর

দোয়াটা অর্থ বুঝে বুঝে পড়ব। **সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম**। 'আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' রুকু শব্দের অর্থ ঝোঁকা। রুকুর মাধ্যমে আমি আল্লাহর সামনে ঝুঁকছি। মনে রাখব, আমার শরীরের সাথে সাথে আমার মনটাও যেন আল্লাহর সামনে ঝোঁকে।

## ৯৩. সেজদা

সেজদা মানে? নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে আল্লাহ তাআলার সামনে বিলিয়ে দেওয়া। নিজের সর্বোচ্চ আনুগত্যের নাম সেজদা। আমি যখন সেজদায় থাকি, আমি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকি। নফল ও সুন্নতের সেজদায় দোয়া করব। নফল ও সুন্নতের সেজদায় তাসবিহের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দোয়া পড়ব।

## ৯৪. সিরাতে মুস্তাকিম

প্রতি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার সময় খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া বা শোনার চেষ্টা করব। বিশেষ করে 'ইহদিনা' আয়াত পড়ার সময় সমস্ত মনোযোগ এই দোয়ায় কেন্দ্রীভূত করব। এই দোয়ার অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরলপথে পরিচালিত করুন।'

## ৯৫. দাওয়াত

মানুষকে ভালো কাজের দাওয়াত দেওয়া নবীওয়ালা কাজ। নবী-রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন। আমিও সুযোগ পেলে মানুষকে দাওয়াত দিব। মানুষকে ঈমানের কথা বলব, কুরআন ও সুন্নাহর কথা বলব।

## ৯৬. হাদিয়া

হাদিয়া দেওয়া সুন্নত। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী বন্ধুবান্ধবকে হাদিয়া দিব। একটা কলম হাদিয়া দিতে পারি, একটা চকলেট হাদিয়া দিতে পারি,

একটা খাতা হাদিয়া দিতে পারি।

## ৯৭. রোগী দেখা

রোগী দেখা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আশেপাশে কেউ অসুস্থ আছে কিনা খোঁজ রাখব। সময় করে অসুস্থকে দেখতে যাবো। রোগীর কাছে বেশিক্ষণ না থেকে, রোগী দেখার দোয়া পড়ে চলে আসব।

## ৯৮. আত্মীয়তার বন্ধন

নিয়মিত আত্মীয়স্বজনের খোঁজ রাখব। সুন্নত পালনের নিয়তে প্রতিদিন অন্তত একজন আত্মীয়ের খোঁজ রাখার চেষ্টা করব।

## ৯৯. মাসনুন কেরাত

বিভিন্ন নামাযের মাসনুন কেরাত জেনে আমল করার চেষ্টা করব। মাসনুন মানে সুন্নাহসম্মত। ফজরের সুন্নতে প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন ও

দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। বিতির নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত।

## ১০০. মাসনুন দোয়া

প্রতিটি কাজের মাসনুন দোয়া শিখে আমল করার চেষ্টা করব। বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দোয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযপরবর্তী মাসনুন দোয়া, ঘুম-খাওয়ার মাসনুন দোয়ার ওপর আমল করার চেষ্টা করব। ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়া, হাম্মাম তথা টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার মাসনুন দোয়া পড়ার চেষ্টা করব। বাজারে যাওয়ার দোয়া পড়ব।

## ১০১. চারটি সূরা

অন্তত ছোট ছোট চারটি সূরা একজন অভিজ্ঞ আলেমকে শুনিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা

করব। নিজের পড়া শুদ্ধ থাকলে অন্যদের নিয়েও তেলাওয়াত শুদ্ধ করার মেহনত করব।

## ১০২. দুই রাকাত সালাত

অভিজ্ঞজনের কাছ থেকে হাতে-কলমে দুই রাকাত নামায পড়া শিখে নিবো। শুরুতে হাত বাঁধা থেকে শুরু করে সালাম ফেরানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ আলাদা করে শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

## ১০৩. জামাতে সালাত

যেকোনো মূল্যে জামাতে সালাত আদায় করতে সচেষ্ট থাকব। মনে না চাইলেও মনের ওপর জোর খাটিয়ে হলেও সময়মতো মসজিদে হাজির হয়ে যাবো।

## ১০৪. প্রথম কাতার

প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব। নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

## ১০৫. প্রথম তাকবির

ইমাম সাহেবের সাথে প্রথম তাকবির ধরার প্রতি গুরুত্ব দিব। এজন্য আগে আগে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

## ১০৬. দেয়ালিলিখন

কুরআন-হাদীসের কথা দেয়ালে লিখব। দেয়াল মালিকের অনুমতি নিয়ে সুন্দর অক্ষরে ভালো ভালো কথা লেখার চেষ্টা করব।

## ১০৭. সূরার আমল

মাগরিবের পর থেকে শোয়ার আগে আগে সূরা মুলক ও সূরা সাজদা তেলাওয়াত করব। বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে জুমাবার মাগরিবের আগে আগে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করব।

## ১০৮. আল্লাহর জন্য মহব্বত

মুমিন ভাইয়ের প্রতি আল্লাহর জন্য মহব্বত পোষণ করব। সময়-সুযোগমতো মুমিন ভাইকে বলব, আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। কেউ আমাকে এ কথা বললে উত্তরে বলব **(اَحَبَّكَ الَّذِيْ اَحْبَبْتَنِيْ لَهُ) 'যার জন্য আপনি আমাকে মহব্বত করেছেন, তিনিও আপনাকে মহব্বত করুন।'**

## ১০৯. স্ক্রিনটাইম

মোবাইল স্ক্রিনে কত সময় ব্যয় করছি, হিসাব রাখব। সময়টা যেন দিনদিন বাড়ার চেয়ে দিনদিন কমে আসে। অতীব প্রয়োজন ছাড়া ডিভাইস ব্যবহার না করাই উত্তম।

## ১১০. আর্লি টু বেড

তাড়াতাড়ি শুয়ে তাড়াতাড়ি জেগে উঠার অভ্যাস

গড়ে তুলব। চেষ্টা করব, ইশার পর ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে দূরে থাকতে। তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে।

## ১১১. হালাল

আল্লাহর অনুমোদিত বিষয়কে হালাল বলা হয়। হালাল মানে বৈধ। প্রতিটি কাজ করার আগে জানার চেষ্টা করব, কাজটা হালাল কি না। কোনো খাবার গ্রহণের আগে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব, সেটা হালাল কি না।

## ১১২. হারাম

আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়কে হারাম বলা হয়। যে কোনো কাজ করার আগে, কোনো কিছু খাওয়ার আগে হারাম কি না—যাছাই করে নিবো।

## ১১৩. সুদ

সুদ হারাম। সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ও

তাঁর রাসূল একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নিজে সুদ গ্রহণ করব না, সুদি কাজে জড়াব না, সুদি লেনদেন করব না।

## ১১৪. সুন্নাহসম্মত জীবন

যেকোনো কাজ সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। প্রতিটি কাজের আগে নিজেকে প্রশ্ন করব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটা কীভাবে করেছেন? আমার জায়গায় থাকলে নবীজি কাজটা কীভাবে করতেন? উত্তর জানা না থাকলে অভিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

## ১১৫. আহলে যিকির

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেছেন, তোমরা কোনো বিষয়ে না জানলে আহলে যিকির বা আলেমের কাছ থেকে প্রশ্ন করে জেনে নিবে।

আলেমগণের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব। বিশেষ করে একজন অভিজ্ঞ আলেমের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলব।

## ১১৭. হাঁচির সুন্নত

হাঁচি দিলে **আলহামদুলিল্লাহ** বলব। কেউ হাঁচির পর আলহামদুলিল্লাহ বললে, **ইয়ারহামুকাল্লাহ** বলব। তার জবাবে (يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) বলব। হাঁচি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

## ১১৮. হাই তোলা

হাই এলে মুখে বাম হাতের উল্টোপিঠ রাখব। হাই তোলার সময় কোনো ধরনের আওয়াজ করব না। হাই শেষে **আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজিম** পড়তে পারি। **আস্তাগফিরুল্লাহ** পড়তে পারি। **লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ** পড়তে পারি। মনে রাখব, হাই আসে শয়তানের

পক্ষ থেকে।

## ১১৯. সবর

বিপদে সবর করব। সবর মানে ধৈর্য। আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আশায় বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা অনেক বড় ইবাদত। আল্লাহর রহমতে সুদিন আসবে—এই আশায় দুর্দিন অতিবাহিত করার নাম সবর।

## ১২০. শোকর

আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্বীকার করাকে শোকর বলা হয়। আমি প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে অসংখ্য নেয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন। আমার নাক, চোখ, হাত, পা, পুরো শরীর আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা আমাকে কী নেয়ামত দান করেছেন—এটা নিয়ে নিয়মিত চিন্তা করব। আল্লাহর

নেয়মতের শোকর আদায় করব, ইনশাআল্লাহ।

## ১২১. মানবজাতি

আল্লাহ তাআলা প্রথমে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। আদম ও হাওয়া থেকে বাকি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা যাকে নারী বানিয়েছেন, সে হাজার চেষ্টা করলেও পুরুষ হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা যাকে পুরুষ বানিয়েছেন, সে হাজার চেষ্টা করেও নারী হতে পারে না। নারী হয়ে জন্মলাভ করে পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করা ভয়ংকর পাপ। পুরুষ হয়ে জন্মলাভ করে নারী হতে চাওয়া চরম ঘৃণিত বিষয়। জন্মের দিন পুরুষ, আজীবনের পুরুষ। জন্মেরদিন নারী, আজীবনের নারী।

## ১২২. মুচকি হাসি

মুচকি হাসি সুন্নত। অট্টহাসি দেওয়া অনুচিত কাজ। নবীজি সবসময় হাসিমুখে থাকতেন। নবীজি শব্দ করে হাসতেন না। সবসময় হাসিখুশি থাকা সুন্দর স্বভাব। হাসিখুশি থাকা আর সবসময় হাসাহাসি করা এক নয়। হাসিটা নিয়মিত তবে পরিমিত হোক।

## ১২৩. কান্না

প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও আল্লাহর কাছে কাঁদার চেষ্টা করব। আল্লাহর কাছে কাঁদা ইবাদত। আল্লাহর ভয়ে, জাহান্নামের ভয়ে কাঁদা ইবাদত। আল্লাহর মহব্বতে কাঁদা ইবাদত। মুনাজাতে চোখের পানি আনার চেষ্টা করব। দোয়ায় কান্না না এলে কান্নার ভান করব। নিয়মিত কান্নার ভান করে গেলে একসময় সত্যিকার কান্না এসে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

## ১২৪. জিহাদ

জিহাদ মানে আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করা। জালেমের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জিহাদ। ইসলামের পতাকা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করা জিহাদ। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো জিহাদ।

## ১২৫. কুরআন দেখা

সময় পেলেই কুরআন শরিফ হাতে নিয়ে বসে যাব। একটা আয়াত হলেও দেখে দেখে তেলাওয়াত করব। পড়তে ইচ্ছা না হলে একদৃষ্টিতে কুরআনের অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকব। কুরআনের লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদত। এভাবে তাকিয়ে থাকলে চিন্তা ও মন পরিশুদ্ধ হয়।

## ১২৬. বুঝে ইবাদত

আরবি সূরা ও দোয়াগুলোর অর্থ জানার চেষ্টা করব। নিয়মিত অল্প অল্প করে বোঝার চেষ্টা

করলে বেশিদিন লাগবে না। সালাতে বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করলে মনোযোগ আরেকটু বেশি হবে।

## ১২৭. খুশুখুজু

মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করব, ইনশাআল্লাহ। সালাতে অন্য চিন্তা মাথায় আসতে দিব না। আযানের পর থেকেই মনকে সালাতের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করব। আযানের পর সালাতে মনোযোগ বিঘ্নকারী কোনো কাজ করব না। সালাতের মনোযোগকে খুশুখুজু বলা হয়। খুবই বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করব।

## ১২৮. আগে আগে মসজিদে

জামাত দাঁড়ানোর অপেক্ষায় না থেকে আগে আগে মসজিদে হাজির হয়ে যাব। সম্ভব হলে আযানের সাথে সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ব। প্রতিদিন অন্তত এক ওয়াক্তে আগে

আগে মসজিদে হাজির হয়ে যাব। ইনশাআল্লাহ।

## ১২৯. খুতবার দোয়া

দুই খুতবার মাঝে দোয়া করব। হাত তোলার দরকার নেই। কী দোয়া করব, আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখব।

## ১৩০. জুমাবারে দুরুদ

জুমাবার তথা শুক্রবারে বেশি বেশি দুরুদ শরিফ পাঠ করব। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দুরুদ পাঠের পরিমাণ বাড়িয়ে দিব।

## ১৩১. স্কুল

নিজের স্কুলকে ভালোবাসব। নিজ দায়িত্বে শ্রেণিকক্ষ ও স্কুলের আঙিনা-উঠান পরিচ্ছন্ন রাখব। যেখানে-সেখানে থুথু-ময়লা ফেলব না। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলব। স্কুলের নিয়মকানুন মেনে চলব। স্কুলের উন্নতি নিয়ে চিন্তা করব।

## ১৩২. শিক্ষক

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করব। শিক্ষকের কথা মেনে চলব। শিক্ষকের সেবা করব। শিক্ষকের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলব না। শিক্ষকের আগে আগে হাঁটব না।

## ১৩৩. সহপাঠী

সহপাঠীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করব। সহপাঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল হব। সহপাঠীকে কষ্ট দিব না। সহপাঠীর সাথে ঝগড়া করব না।

## ১৩৪. প্রতিবেশী

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার করব। প্রতিবেশীকে কষ্ট দিব না। প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখব।

## ১৩৫. আম্মু

আল্লাহ ও রাসূলের পরই মায়ের অবস্থান।

দুনিয়াতে মায়ের মতো আপন আর কেউ নেই। সারাজীবন মায়ের সেবা করেও তার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। নিয়মিত আম্মুর জন্য দোয়া করব। উঠতে-বসতে আম্মুর জন্য দোয়া করব।

## ১৩৬. আব্বু

আব্বুর কথা মেনে চলব। আব্বু ঘর থেকে বেরোনোর সময় সম্ভব হলে তাকে আন্তরিকভাবে বিদায় জানাব। বাহির থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরলে অবশ্যই তাকে পরম সমাদরে বরণ করে নিবো। কিছু লাগবে কিনা, জিজ্ঞেস করব। নিয়মিত আব্বুর জন্য দোয়া করব। চলতে ফিরতে আব্বুর জন্য দোয়া করব।

# আলহামদুলিল্লাহ